দৈনিক ইনকিলাব
57
তারিখ 14 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৩৯৩
14 FEB 1987

অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

বিগত বারই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে একটি অনন্য সাধারণ নজীর স্থাপিত হয়েছে। ঐ দিন ডেপুটি স্পীকার জনাব এম. কোরবান আলীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে আওয়ামী লীগের জনাব আছাদুজ্জামান এডভোকেট এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, "সংসদের অভিমত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।"

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এই প্রস্তাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মোট ১৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন পক্ষ থেকেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য রাখা হয়নি। প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা সবাই একমত। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের বংশধরদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করা না গেলে শিক্ষাঙ্গনও অস্ত্রমুক্ত হবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে চাই। এ লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ আবদুল মতিন তার বক্তব্যে ক্যাম্পাস পুলিশের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি চলছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র চাপের মুখে দাবী আদায় করছে, নির্মাণাধীন কাজে অস্ত্র দেখিয়ে টাকা আদায় করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপক পদত্যাগ করেছেন, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, সরকারী ও বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিলে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হবে। তিনি "অপরাধ অঞ্চল" শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস পুলিশের সহযোগিতায় অস্ত্রমুক্ত রাখার নজীর উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অস্ত্রমুক্ত রাখার জন্য এখানেও পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত ও অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। ছাত্রদের পরিচয়পত্র বহন ও ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে না পারায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধেরকালের অনেক অনুদ্ধারকৃত অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে। ১৯৭৩ সালে পরাজয় ঠেকানোর জন্য ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়। ১৯৭৪ সালে দুই হোস্টেলের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটে। শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষা ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। এর সহাবস্থান কল্পনাতীত।

যা হোক, দীর্ঘ আলোচনার পর জনাব আছাদুজ্জামানের উত্থাপিত প্রস্তাবটি সরকার এবং বিরোধী দলের সর্বসম্মত সমর্থনে গৃহীত হয়। অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার এম. কোরবান আলী একে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। গৃহীত এই প্রস্তাবটিকে আমরাও অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই সরকার ও বিরোধী দলসমূহের নব চেতনার শুভ উন্মেষকে। এই চেতনা রাজনৈতিক দলসমূহে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করুক এবং দেশের কল্যাণে তা প্রযুক্ত হোক—এই আমাদের প্রত্যাশা।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের উল্লম্ফন সম্পর্কে আমরা অনেকবার এই কলামেই লিখেছি এবং প্রতিবারই প্রত্যাশা করেছি শুভ চেতনাবোধের উন্মেষের। বিলম্বে হলেও সরকার এবং বিরোধী দল যে অসাধারণ নজীর স্থাপন করলেন, দেশবাসী আনন্দের সঙ্গেই তাকে স্বাগত জানাবে। অবশ্য এ সম্পর্কে আমাদের আজো একটি কথা আরজ করার রয়েছে। সংসদে আইন পাস করলেই শুধু দেশের কোন কল্যাণ হয় না। সে আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হয়। আমাদের সমগ্র শিক্ষাঙ্গন ও দেশের কল্যাণের লক্ষ্যে সরকার সংসদের এই সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ কার্যকর করবেন, এই আমাদের নিবেদন।